বিষয় উপস্থাপনাঃ- গৌতম সরকার

সহঃকারী অধ্যাপক

(ইতিহাস বিভাগ)

এস,আর,ফতেপুরিয়া কলেজ

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

# মধ্যপ্রস্তর বা ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ( ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপট )

## বিষয় সংক্ষিপ্তসারঃ

মধ্যপ্রস্তর যুগ আমাদের ভারতীও উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বা সমৃদ্ধির পর্যায় বা সময়। প্রয়োজন যে ক্রমশ মানুষ কে বুদ্ধিবৃত্তি বা কর্মে পরিশীলিত বা সময় উপযোগী উন্নত রুপে নিয়ে যেতে পারে পুরাপ্রস্তরের পরে এই পর্ব টি আমাদের জানবার ইচ্ছাটাকে অনেকটা নিবৃত্ত করতে পারে। অস্ত্রশস্ত্র গুলি ক্ষুদ্র হতে থাকে তবে উন্নতরূপে, খাদ্যর সহিত বসবাসের স্থায়িত্তকরনের প্রবণতা সৃষ্টি হতে শুরু করে। আমাদের আজকের জীবনযাত্রার যে রূপ, তার উৎস পর্ব মধ্যপ্রস্তর যুগ। অর্থাৎ আধুনিক যুগের সূত্রপাতের খোঁজ পেতেপারি ঐ মধ্যপ্রস্তর যুগে। যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী কৃষি-জীবনে উত্তরণের আলোড়ন পর্ব ছিল মধ্যপ্রস্তর যুগ।

### পড়বার বা জানবার উদ্দেশ্য ঃ-

বিষয়টি পাঠ করলে নিম্নউল্লেখিত দিকগুলি আমাদের নিকট সহজ হতে পারবে বা আমরা আমাদের জ্ঞান কে সমৃদ্ধ করতে পারব।

১) মানুষের প্রয়োজনের সহিত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সম্পর্ক কি ?

২) মানুষের আধুনিক জীবনের প্রাথমিক পর্বটির সময় কোথায় ?

৩) কি ভাবে এবং কখন কৃষি-বাসস্থান সূচনা হতে থাকে?

৪) এছাড়াও নিরবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির ধারাবাহিকতার সম্পর্কেও আমাদের ধারণা পুষ্ট হতে পারবে।

### মূলবিষয় ঃ-

মধ্যপ্রস্তর যুগ কাকে বলেঃ-

প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের ২য় পর্যায় হল মধ্যপ্রস্তর যুগ, যা ইংরাজি ভাষায় ' Mesolithic' বলে পরিচিত। এই যুগকে /সময়কাল কে ' Microlithic' বা ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগ বলেও অভিহিত করাহয়ে থাকে। এই পর্যায়ে পাথরের হাতিয়ারগুলি ছিল আকারে ক্ষুদ্র ; বেশিরভাগ হাতিয়ারগুলির দৈঘ্য ১-৩ সেন্টিমিটার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮ সেন্টিমিটার । সাধারাণভাবে এই যুগকে খাধ্যসংগ্রহের পর্যায় ধরা হলেও ভারতের সর্বত্র

এই ধারা একই সাথে বজায় থাকেনি। এই ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগেই বেশ কিছু এলাকায় জীব জন্তুকে পোষ মানানো , এমনকি শেষ দিকে প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষির সূচনা ঘটেছিল।

সময়কাল ও ভৌগলিক বিস্তৃতিঃ-

ভূতাত্ত্বিক হিসাবে ' Holosin' বা আধুনিক যুগের সুত্রপাত থেকেই ভারতবর্ষে ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছিল যে সম্মন্ধে কোনো সন্ধেহ নেই এবং উচ্চ-পুরাপ্রস্তর যুগ থেকেই, অর্থাৎ ভুতাত্তিক pleistocin যুগের শেষ পর্যায় থেকেই এই সংস্কৃতির ধারা বিবর্তিত হতে থাকে সম্ভবত। অন্যদিকে খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্তও এই ধারা কোথাও কোথাও টিকে ছিল আমরা তা জানি। এই যুগের তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত পধ্যতিটি হল Radio-carbon সমিক্ষা পদ্ধতি, তবে এটিও অভ্রান্ত নয়। সীমাবদ্ধতা সত্তেও পুরাতাত্তিকদের আলোচনা উল্লেখ করতে পারি। রাজস্থানের ভিলওয়াড়া জেলার বাগর গ্রামে ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের তারিখ অনুমিত হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যে (৫০০০)। মধ্যপ্রদেশের হোসংঙ্গাবাদের নিকটস্ত আদমগড়ে দুটি তারিখের ভিতর একটি খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দ ছুঁয়ে, আর অন্য টি মাত্র ১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব ছুঁয়ে। বিহারের পৈসরা থেকেও অনুরুপ তারিখ পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকায় বেস কিছু তারিখ আছে; বেশিরভাগই এলোমেলো , তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম ও ৫ম সহস্রাব্দ নিয়েও দুটি তারিখ আছে। উত্তরপ্রদেশের মধ্যাঞ্চলের সমভুমিতে অবস্থিত সারাইনাহাররাই-এর বয়স রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে স্থির হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০০ অব্দ। আবার গুজরাতের মেহসনা জেলার লাংঘনাজ –এ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা তুলনায় কম পুরনো- খ্রিষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দ এর। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোন তারিখ পাওয়া না গেলেও এখানে পুরাপ্রস্তর যুগ শেষ হবার পরেই মধ্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন মিলেছে।

অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রস্তর বা মধ্যপ্রস্তর যুগের সমষ্যা হল এর নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই। মোটামুটি একটা বিস্তৃত সময়কালই এই পর্যায়ের। ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের স্থান যেহেতু উচ্ছ-পুরাপ্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ বা খাদ্য উৎপাদন কারী সংস্কৃতির মধ্যবর্তী স্থানে , সেহেতু স্তরগুলির মাঝে বিভাজন রেখাগুলি খুব স্পষ্ট নয়- প্রায়শই একটি অপরটির সঙ্গে মিশে গেছে।

ভৌগলিক ব্যপ্তিঃ-

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের নিদর্শন মিলেছে। পাঞ্জাবে মধ্যপ্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল পেশোয়ারের নিকটস্থ সাঙঘাও। রাজস্থানে বিশেষভাবে লুনি উপত্যকায় এবং অন্যত্র যথা উদয়পুর, চিতর, ভিলওয়াড়া, আজমীঢ়, টংক, জয়পুর ও ঝলরপাটন জেলা থেকে এই পর্বের নিদর্শন মিলেছে। সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র হল পূর্ব রাজস্থেনের বানাস নদীর উপনদী কোঠা রির তীরবর্তী বাগর। গুজরাতের গুরুত্ত পূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র হল আমেদাবাদের ৬০ কি,মি দূরে লাঙঘনাজ। এছাড়াও ভাদর নদীর তীরবর্তী রোজদি ও জেটপুরেও নিদর্শন রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের রাইসন জেলার ভীম বেটকা গুহা, নর্মদা উপত্যকার দোঙ্গেরগাঁও ও চোলি এবং ইন্দরের নিকটস্থ রাউ নামক জায়গায় অন্যত্র যেমন – হোসংগাবাদ , নরসিং হপুর, মহেশ্বর ও শিহরায় বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র – সারাইনাহাররাই, মহাদহা, চপনিমানডো, প্রতাপগড় প্রভৃতি, বিহারের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র পৈসরা, এছাড়া পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সিংভূম প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যপ্রস্তর যুগের বিখ্যাত প্রত্নখেত্র হল বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর রেলস্টেশনের নিকটস্থ দামোদর নদের তীরস্থ বীরভানপুর, উড়িষ্যার উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র হল ঢেকনাকল জেলার হরিচন্দনপুর।

বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণেও মধ্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে- আহমদনগর জেলার নেভাসা, গোদাবরী উপত্যকায় সুরেগাঁও, কলেগাঁও, পুনা জেলার ভেল নদী উপত্যকায় শিকারপুর প্রভৃতি স্থানে। অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়েল্বেশরমের কিছুটা উত্তরে

বামতিরথম্পারায়, গুন্টূর জেলায় নাগারজুনিকন্ডায় এবং করিমনগর জেলায় মধ্যপ্রস্তর যুগের কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে ও আলোচ্যপর্বের নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির কলাকৌশলগত অগ্রগতির চিত্রঃ

আদিপ্রস্তরযুগের তুলনায় মধ্য বা ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগে হাতিয়ারের প্রকারভেদ বহুগুন বিবর্তিত; ক্ষুদ্র হলেও সংখ্যাগত দিক থেকে তা ছিল অনেকবেশি। বিভিন্ন ধরণের হাতিয়ার তৈরীর পিছনে নিশ্চিতভাবে কাজকরেছিল ভিন্নধরনের কাজের প্রেরনা; পরিবর্তিত সমাজ ও অর্থনীতিতে নিত্যনতুন কাজের তাগিদে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তৈরীতে অগ্রণী হয়েছিল সেই সময়ের মানুষ। হাতিয়ারগুলি তৈরী হত সাধারনত QUARTZ , CHALSEDENI AND CHARTE পাথরের দ্বারা। এইযুগের হাতিয়ারগুলির একটা উল্লেকযোগ্য দিক হল বেশিরভাগই ছোট ছোট  চিল্কা থেকে তৈরী করা হয়েছে। এইসমস্ত চিল্কাগুলি বেরকরা হয়েছে বর্তুলাকার ছোট প্রস্তর খণ্ড থেকে। পূর্বতন যুগের হাত-কুঠার ও কোপানির পরিবর্তে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ হাতিয়ারের সমাবেশ এই সময় লক্ষ্য করা যায়, যথা- বাটালি, চাঁচনি, ব্লেড, ভোমর বা তুরপুন, ত্রিকোনী প্রস্তর অস্ত্র। পাথরের জাঁতা, হামানদিস্তা ও ক্ষুদ্র ছেদক কয়েকটি প্রত্নখেত্রে পাওয়া যায়। হাড় কিংবা চকমকি পাথরের তৈরী তীর পাওয়া গেছে , যা প্রমান করে শিকারিদের হাতিয়ার হিসাবে তীরধনুকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলার ভীম বেটকা গুহায় বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতির ছবি লক্ষ্য করা যায় ; অর্থাৎ এই যে হাতিয়ারের উন্নত রূপ তাহাঁর বিবর্তন ঘটেছিল অবশ্যই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ; বিকশিত হয়েছিল খাদ্যসংগ্রহের ধারা ও রীতি । শুধু তাই নয় আদিপ্রস্তর সহিত মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের মূলগত পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যনীয় । কারিগরী ও উপকরণের ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। শিকারজীবনে এই সময়ের মানুষ আরো বেশী দক্ষ হয়ে উঠেছিলো। অস্ত্রনির্মাণে পাথরের মুল অংশের তুলনায় পাত বা চাক্লা(ফ্লেক)-র ওপরেই গুরুত্ত বেশী পেয়েছিল ; ফলস্বরূপ অস্ত্রগুলি হাল্কা ও বেশী কার্যকরী হয়েছিলো। অর্থাৎ জীবন নির্বাহকে আরো সাবলীল ও উন্নত করার তাগিদে প্রযুক্তিকে পরিবর্তন আনার অনলস্ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো সেই সূদুর প্রাগৈতিহাসিক যুগেও।

নিম্নে এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আলোচনা করা হল ঃ-

পুরাতনপ্রস্তরযুগের তুলনায় মধ্য বা ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের মানুষের মধ্যে বসবাসকে নিরাপদ করবার প্রবণতা সৃষ্টি হতে শুরু করেছিল , যেমন- মধ্যপ্রদেশের সিধিজেলার বাঘোর প্রত্নকেন্দ্রের একটি এলাকা থেকে বাঁশ ও কাঠের সরু ও অগভীরভাবে পোঁতা কয়েকটি খুঁটির চিনহ্ পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতে পণ্ডিতরা অস্থায়ী আশ্রয়ের অনুমান করেছেন। আগুনের চিহ্ন পাওয়া যায় ।

রাজস্থানের ভিলওয়াড়া জেলার বাগোর-এ তিনটি পর্যায়ে বসতিস্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। এর প্রমান হিসাবে বড় পাথরের চাতাল বা চত্বরের  কথা বলা যেতে পারে।

এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার উপযোগিতার ক্ষেত্রে উপযুক্ততা, নতুনত্ব, আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয়। Microlith তৈরীতে পাথরভাঙ্গা এবং জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড় ভাঙ্গার কাজে লাগতে পারে এরকম অনেক পাথর পাওয়া যায় ; এর ওপর দাগ তার প্রমান দেয়। মাংস কেটে আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়া বা হাড়ের ভেতরের অংশ খাওয়া তার প্রমান ও পাওয়া যায় বাগোরে। ৪০-৭০ সেন্টিমিটার চওড়া গোলাকার বেদি, চারপাশে প্রাপ্ত জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড়, ধারালো ব্লেড ও ব্লেড জাতীয় হাতিয়ার, হাঁড়ে পোঁড়ানো ও কাটার দাঁগ ইত্যাদি প্রমান করে। উত্তরপ্রদেশের সরাইনাহাররাই ও মহাদয়ায়- এও যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। এখানে হাড়ের তৈরী তীর ও গওনা(বেসিরভাগ ই গলা ও কানের) পাওয়া গেছে।

চাষ বাসের প্রমান না পাওয়া গেলেও বুনো শষ্য সং গ্রহ ; উদ্ভিজ্জ জিনিস খাওয়া ইত্যাদির প্রমাণও মেলে। বাগোর-এর প্রথম পর্বে পেষাই ও বাটনার উপযুক্ততার মতন দু-ধরনের পাথরই পাওয়া যায়। মধপ্রদেশের

বাঘোরেও পেষাইয়ের কাজে ব্যবহারোপযোগী পাথরের খন্ড পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের সরাইনাহাররাই-এ প্রাপ্ত পাথরের জাঁতা ও হামানদিস্তা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে বীজ সংগ্রহ ও তা পেষাই করা হত। উত্তরপ্রদেশের দমদমা-নামক প্রত্ন ক্ষেত্র থেকে পাথরের হাতিয়ারের সহিত পোড়া শষ্যদানা পাওয়া যায়। বাগোরে গোলাকৃতি নুড়ি পাথর পাওয়া যায়, হয়তো গুলতির গোলাহিসাবে ব্যবহৃত হত। ছিদ্রকরা অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী পাথর পাওয়া গেছে ; যা সম্ভবতঃ কোন ছুঁচালো লাঠিতে লাগিয়ে তাকে ভারী করে বীজ পোতার গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত হত। পোড়ামাটির তকলি কাটার জিনিস ও পাওয়া যায় , যাহা সুতো তৈরীর পরোক্ষ সাক্ষ্য। উত্তরপ্রদেশের চোপানিমান্দো প্রত্নকেন্দ্রের ৩য় পর্যায়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের শেষভাগে প্রাপ্ত গোল ও ডিম্বাকৃতি কিছু কুঠিরের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কুঠিরের মেঝেতে হাতুড়ি ও নিহাইজাতীয় কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এরকম বিভিন্ন মাপের পাথর, পেষাইয়ের কাজে লাগতে পারে এমন পাথর এবং পুড়ে যাওয়া মাটির চাকলা পাওয়া গেছে।

পরিশেষে আমরা মন্তব্য করতে পারি যে , প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে নব্যপ্রস্তর যুগ খাদ্য উৎপাদনের ও ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগ খাদ্য সংগ্রহের হলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলেই খাদ্যউতপাদন পর্যায় ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগীয় খাদ্যসংগ্রহ পর্যায় অবলম্বন করেই এগিয়েছে। গৃহপালিত পশু ও বুনো বীজ আহরণ ; কোথাও বীজ বোনা , অস্ত্রশস্ত্রের আকার বা কারিগরীতার প্রকারভেদ- খাদ্যউৎপাদন শুরু হওয়ার ইঙ্গিত পরিস্কার। ভারতবর্ষের একটি বিশাল অংশে পরবর্তীকালে বিস্তৃত চাষবাস শুরু হওয়ার মূলে এই ছবি- খাদ্যসংগ্রহের ও খাদ্য উৎপাদনের দুটি ধারা মেশানো একটি স্রোত , যেখানে মনে হয় ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগীয় খাদ্যসংগ্রহ ধারার ভেতরেই খাদ্যউৎপাদন অথবা চাষবাস এবং পশুপালনের ইঙ্গিত মিশে আছে।

----------*----------

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ-

১) ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস- দিলীপ কুমার চক্রবর্তী।

২) প্রাক-ইতিহাস-ভারতবর্ষ- ইরফান হবিব।

৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস- গোপাল চন্দ্র সিনহা।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ-

১) মধ্য বা ক্ষুদ্রপ্রস্তরযুগ কাকে বলে? (২)

২) মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার বা আয়ুধগুলির বিবর্তনের ধারা সংক্ষেপে বর্ণনা কর? (১০)

৩) মধ্যপ্রস্তরযুগীও সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি কি? ব্যাখ্যা কর। (৫)

৪) ভারতবর্ষে মধ্যপ্রস্তরযুগীও সংস্কৃতির সর্বপ্রাচীন সময়কাল কত ও কোথায় পাওয়া যায়- উল্লেখ কর। (২)

৫) ভারতবর্ষে কৃষি কাজের আবির্ভাবে মধ্যপ্রস্তরযুগীও সংস্কৃতির চিত্র আলোচনা কর। (১০)